শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুক্তানাং পরমা গতিঃ।
অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এব চ॥১৫

শাঙ্করভাষ্য : ভূতকৃদাদিভির্গুণতন্ত্রত্বং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে *পূতাত্মা* ইতি, পূত আত্মা যস্য স পূতাত্মা, কর্মধারয়ো বা 'কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেতাশ্বতর ৬।১১) ইতি শ্রুতেঃ। গুণোপরাগঃ স্বেচ্ছাতঃ পুরুষস্যেতি কল্প্যতে। পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি *পরমাত্মা* কার্যকারণবিলক্ষণো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ।

মুক্তানাং পরমা প্রকৃষ্টা গতির্গন্তব্যা দেবতা পুনরাবৃত্ত্যসম্ভবাত্তদ্‌গতস্যেতি *মুক্তানাং পরমা গতিঃ*। 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥' (গীতা ৮।১৬) ইতি ভগবদ্বচনম্।

ন ব্যেতি নাস্য ব্যয়ো বিনাশো বিকারো বা বিদ্যত ইতি '*অব্যয়ঃ*', 'অজরোঽমরোঽব্যয়ঃ' ইতি শ্রুতেঃ। পুরং শরীরং তস্মিন্ শেতে *পুরুষঃ*।

নবদ্বারং পুরং পুণ্যমেতৈর্ভাবৈঃ সমন্বিতম্।
ব্যাপ্য শেতে মহাত্মা যস্তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে॥
ইতি মহাভারতে (শান্তিপর্ব ২১০। ৩৭)

যদ্বা অস্তেব্যত্যস্তাক্ষরযোগাদ্ আসীৎ পুরা পূর্বমেবেতি বিগ্রহং কৃত্বা ব্যুৎপাদিতঃ পুরুষঃ। 'পূর্বমেবাহমিহাসমিতি তৎ পুরুষস্য পুরুষত্বম্' ইতি শ্রুতেঃ। অথবা পুরুষু ভূরিষু উৎকর্ষশালিষু সত্ত্বেষু সীদতীতি, পুরূণি ফলানি সনোতি দদাতীতি বা, পুরূণি ভুবনানি সংহারসময়ে স্যতি অন্তং করোতীতি বা, পূর্ণত্বাৎ পূরণাদ্বা সদনাদ্বা পুরুষঃ 'পূরণাৎসদনাচ্চৈব ততোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ' ইতি পঞ্চমবেদে (উদ্যোগপর্ব ৭০।১১)

সাক্ষাদব্যবধানেন স্বরূপবোধেন ঈক্ষতে পশ্যতি সর্বমিতি *সাক্ষী* 'সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্' (পাণিনি-সূত্র ৫।২।৯১) ইতি পাণিনিবচনাদিনিপ্রত্যয়ঃ।

ক্ষেত্রং শরীরং জানাতীতি *ক্ষেত্রজ্ঞঃ*; 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' (পাণিনিসূত্র ৩।২।৩) ইতি কপ্রত্যয়ঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' (গীতা ১৩। ২) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। 'ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভম্।/ তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥' ইতি মহাভারতে (শান্তিপর্ব ৩৫১।৬)।

স এব ন ক্ষরতীতি *অক্ষরঃ* পরমাত্মা। অশ্নাতেরশ্নোতের্বা সরপ্রত্যয়ান্তস্য রূপমক্ষর ইতি। এবকারাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাক্ষরয়োরভেদঃ পরমার্থতঃ, 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ চকারাদ্ব্যাবহারিকো ভেদশ্চ, প্রসিদ্ধেরপ্রমাণত্বাৎ।

ভাবানুবাদ : সহস্রনামোচ্চারণের প্রথম শ্লোকেই পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে সম্বোধন করেছেন

'ভূতকৃৎ' নামে, কৃতান্তকারী রুদ্ররূপে। অর্থাৎ তিনি নিজে সৃষ্টিকে যেমন পালনপোষণ করছেন, তেমন নাশও করছেন তিনিই। এবং সেই কর্মের পাপ বা পুণ্য কোনওটাই তাঁকে স্পর্শ করছে না। তিনি 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'—জলে পদ্মপাতার মতো। সেই সূত্র (প্রথম শ্লোক) বা পূর্বানুবৃত্তি ধরে ভাষ্যকার বলছেন, ত্রিগুণতন্ত্র তাঁকে ঘিরে নেই, কাজলের ঘরে থাকলেও তাঁর ব্যক্তিত্বে কালি লাগে না। গীতাতে শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন, 'ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ (৯।৫)—স্বরূপত আমি অসংসর্গতত্ত্ব, ভূতগণে (প্রাণিবর্গে) স্থিত না হয়েও আমি তাদের ধারক এবং জনক।

কোনও স্পর্শদোষ তাঁর মধ্যে নেই, তাই তিনি সর্বদাই পবিত্রতম—পূতাত্মা। স্পর্শরাহিত্য বোঝাতে একটি অনুষঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণও দিয়েছেন গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়া পচাগলা শবদেহের এক অনুপম উপমা।

ব্যাকরণের দৃষ্টি থেকে ভাষ্যকার বলছেন, 'পবিত্র আত্মা (স্বরূপ) যাঁর' তিনি পবিত্রাত্মা অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস করে, তাঁকে সগুণভাবে চিন্তা করা যায় অথবা কর্মধারয় সমাস করে (যিনি পবিত্র তিনিই আত্মা) তাঁকে নির্গুণভাবেও ভাবা যেতে পারে। শ্রুতিও তাঁকে বলছেন, 'কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেতাশ্বতর ৬।১১)—স্বরূপত তিনি নির্গুণ, ত্রিগুণসম্বন্ধ বা গুণ উপরাগ তাঁর স্বেচ্ছাকৃত, তাঁর ক্রীড়া।

পরমশ্চ অসৌ আত্মা চ ইতি—যিনি পরম (শ্রেষ্ঠ) তিনিই আত্মা (স্বনির্ভর, স্বতন্ত্র), তাই তিনি পরমাত্মা। প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি স্বতন্ত্র—কার্যকারণ থেকে পৃথক। তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবসম্পন্ন। তিনি নিত্য কারণ জন্মমৃত্যুর চক্র তাঁকে বাঁধতে পারে না, তিনি শুদ্ধ কারণ কোনও কর্মদোষ তাঁকে বাঁধতে পারে না, তিনি বুদ্ধ কারণ তিনি চৈতন্যময়—কোনও জড়ত্ব তাঁকে বাঁধতে পারে না, তিনি মুক্ত কারণ উপরিউক্ত কোনও বন্ধনই তাঁর মধ্যে নেই। উৎকৃষ্ট বা উত্তম অর্থেই তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত (গীতা ১৫।১৭)।

হৃদয়স্থিত এই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার জন্যই মনুষ্যজন্ম—ঈশ্বরকোটী অবতারপুরুষ এবং সমস্ত আচার্যের এই অভিমত। তাই তিনিই প্রাণিমাত্রের একমাত্র গন্তব্য বা প্রকৃষ্ট গতি। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ (১।৩।১১)। গীতাতেও শ্রীভগবান বলেছেন, "হে অর্জুন, এই পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তভুবনই পুনরাবর্তনশীল। হে কৌন্তেয়, একমাত্র আমাকে লাভ করলেই আর পুনর্জন্ম হয় না, আমিই জীবের ত্রাতা, পরমাগতি।" (গীতা ৮।১৬)

তিনি অবিনাশী—তাঁর ব্যয় (বিনাশ বা বিকার) নেই, তাই তিনি অব্যয়। সৃষ্টির ষড়বিকার (জায়তে ইত্যাদি) তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি অজর, অমর, অব্যয়।

আমাদের দেহকে তুলনা করা হয় নবদ্বারযুক্ত এক দুর্গ বা প্রাসাদপুরীর সঙ্গে (নবদ্বারে পুরে দেহী, গীতা ৫।১৩) আর সেই দেহরূপ পুরীকে ব্যাপ্ত করে তিনি শয়ন করে আছেন তাই তিনি পুরুষ (পুরি শেতে ইতি পুরুষ—মহাভারত, শান্তিপর্ব ২১০।৩৭)। অথবা তিনিই আদিকারণ, সৃষ্টির প্রাচীনতম সত্তা। সৃষ্টি যখন ছিলই না, তখনও তিনি ছিলেন অর্থাৎ 'পুরা আসীৎ ইতি পুরুষ' এমন ব্যুৎপত্তিও করা যায়। শ্রুতি বলছেন, 'পূর্বম্ এব অহম্ ইহ আসম্ ইতি তৎ পুরুষস্য পুরুষত্বম্'—পূর্বেই আমি এখানে ছিলাম, এই-ই পুরুষের পুরুষত্ব। কথাচ্ছলেও আমরা বলে থাকি 'পুরানো'।

'পৃ' (পালনপোষণে) ধাতু থেকেও পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পুরুষ শব্দের তাৎপর্য হয়ে যাবে ভূরি ভূরি, বাহুল্য বা প্রাচুর্য অর্থে। বহু প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত, সমগ্রতা, সৃষ্টি জুড়ে তাঁর বহুকার্য (যেমন তিনি গীতায় বলেছেন, ন মে

পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ইত্যাদি—তিন লোকে তাঁর অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নেই, তাই কর্তব্যও নেই, তবুও সর্বদা তিনি লোককল্যাণকার্যে ব্যাপৃত থাকেন), তিনি প্রলয়কারী—সৃষ্টির নাশকালে ব্যাপক ক্ষতি, এই বহু বা ব্যাপক বিশেষণের অধিকারী তিনি, তাই তিনি পুরুষ—বিশাল অর্থে।

যিনি স্বয়ং পূর্ণ তথা যাঁর সান্নিধ্যে (উপলব্ধিতে) পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় তিনি পুরুষ—পূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ অথবা পূরয়তি ইতি পূরুষঃ এমন অর্থও করা যায় পুরুষ শব্দের। মহাভারত বা পঞ্চমবেদের ব্যাখ্যা এমনই (উদ্যোগপর্ব ৭০।১১)।

পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে তিনি সহস্রাক্ষ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। কোনও মাধ্যম বা ব্যবধান ছাড়াই তিনি সৃষ্টিকে সর্বদা প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করছেন কারণ তিনিই অধিষ্ঠান বা স্বরূপসত্তা। ভাষ্যকার পাণিনির 'সাক্ষাৎদ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম' (৫।২।৯১) সূত্র অনুসারে সাক্ষী শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, সহ+অক্ষ (অক্ষি) + ইনি প্রত্যয়। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, পিঁপড়ের পায়ের নুপূরের শব্দও ঈশ্বর শুনতে পান।

'ক্ষেত্র' শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'দেহ' বা শরীর। 'ক্ষি' (ক্ষয়ে) ধাতু থেকে ক্ষেত্র শব্দের উৎপত্তি। যার ক্ষয় বা বিনাশ হয় তাকেই ক্ষেত্র বলে। বিনাশশীল এই দেহতত্ত্বকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। আতোহনুপসর্গে কঃ (পাণিনিসূত্র ৩।২।৩) সূত্রানুসারে ক-প্রত্যয়যোগে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, "হে অর্জুন, ভোগায়তন এই দেহকে ক্ষেত্র বলে জানবে। ক্ষেত্রবিষয় যাঁর অবগত তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। সকল ক্ষেত্র (দেহ)-র দ্রষ্টা বহু নয়, 'একই'। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে পৃথক, আমাকেই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে" (১৩।২,৩)। মহাভারতে শান্তিপর্বেও বলা হয়েছে, 'স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে অর্থাৎ দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয়। পূর্ব পূর্ব শুভাশুভ কর্মের পরিণতি বা ফল এই শরীর, কর্মই এর বীজ, এই তত্ত্বকে যিনি জানেন, তিনি যোগাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ (৩৫১।৬)।

অব্যয়, পুরুষ, সাক্ষী, ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করার পরে পিতামহ নারায়ণকে ডেকেছেন 'অক্ষর' সম্বোধনে। এটি শ্রবণমাত্রেই আমাদের আপাতবিরোধী বলে মনে হয়। কারণ গীতায় ভগবান বলেছেন, "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।/ ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে॥" (১৫।১৬) অর্থাৎ জগতে দুই পুরুষই প্রসিদ্ধ—ক্ষর এবং অক্ষর। ক্ষর পুরুষ জগতের সমস্ত বিনাশী বা বিকারী কার্যতত্ত্ব এবং মায়াশক্তিবীজই (পরাপ্রকৃতি, দ্রঃ গীতা ৭।৫) কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। পরবর্তী শ্লোকে বলেছেন, এই উভয় পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন উত্তম এক পুরুষকে বেদান্তশাস্ত্র স্বীকার করে, যিনি চৈতন্যশক্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ করে স্বরূপসত্তা দ্বারা তাকে পালন করছেন। সেজন্য সর্বব্যাপী হয়েও তিনি থাকেন সৃষ্টির বলয়ের বাইরে (বেদান্ত বলছেন, এজন্যই ভ্রমবশত মনে হয় তিনি যেন বাইরে থেকে প্রবেশ করছেন সৃষ্টিতে—লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্তি, এবং আমাদের পালন করছেন, শাসন করছেন।) ভগবান বলেছেন, হে অর্জুন, যেহেতু আমি ক্ষর বা ক্ষয়শীল জীব থেকে এবং অক্ষর বা মায়াশক্তি থেকে উত্তম বা ঊর্ধ্বে—অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ তাই ইহলোকে অর্থাৎ বেদে উপনিষদে (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩, মুণ্ডক ২।১।২) কাব্যে আমাকে পুরুষোত্তম বলা হয় (গীতা ১৫।১৮)।

ফলে আমাদের মনে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে যে পিতামহ সেই পরমপুরুষকে 'অক্ষর' সম্বোধনে ডাকলেন কেন?

ভাষ্যকার উত্তর দিচ্ছেন, প্রাজ্ঞ বিদগ্ধ পিতামহের এখানেই অভিনবত্ব। তিনি 'অক্ষর' বলেই থেমে

গেলেন না, বললেন, 'অক্ষর এব চ'। ভাষ্যকার এই 'এব চ'-এর ব্যাখ্যা করে বলছেন, পিতামহ 'এব' শব্দের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে অক্ষরপুরুষের পারমার্থিক অভেদ প্রতিষ্ঠা করলেন (ভাষ্যকার প্রামাণিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন তত্ত্বমসি মহাবাক্যের) এবং 'চ' শব্দে বোঝালেন অক্ষরপুরুষ এবং পরমাত্মার ব্যাবহারিক ভেদ। চ-শব্দ সংযোজন এবং বিয়োজন উভয় অর্থেই ব্যবহার করা হয়। তাই ভাষ্যকার বলছেন ব্যাবহারিক প্রসিদ্ধি এবং প্রামাণিকতা পাশাপাশি রেখে 'এব চ' বলে পিতামহ কুশলী আচার্যের দক্ষতায় পরমাত্মা এবং মায়াশক্তির ভেদ এবং অভেদ দুই-ই দেখালেন। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "সাপ চুপ করে বসে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ আবার তির্যকগতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ। বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি—যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি। জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে—তা হলে যে ওজনে কম পড়ে! বেলের বীচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীবজগৎ হয়েছে।" এই পরিপ্রেক্ষিতেই পিতামহ নারায়ণকে সম্বোধন করেছিলেন 'ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর এব চ'। *(ক্রমশ)*